স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া এবং অন্যান্যরা

বনাম

মহম্মদ বদরউদ্দিন

(২০১৯-এর দেওয়ানি আপিল নং ৫৬০৪)

১৬ই জুলাই, ২০১৯

[এল নাগেশ্বর রাও এবং হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতিদ্বয়]

পরিষেবা আইনঃ

প্রত্যাবর্তনের শাস্তি – এর যথার্থতা – শাস্তিমূলক কার্যক্রম – বিভাগীয় তদন্ত – বাধ্যতামূলক অবসরের শাস্তি – আপিল কর্তৃপক্ষ শাস্তিকে প্রত্যাবর্তনের শাস্তিতে পরিবর্তন করেছে – পর্যালোচনা কর্তৃপক্ষ প্রত্যাবর্তনের শাস্তি বহাল রেখেছে – হাইকোর্টের একক বিচারক কর্তৃক খারিজ করা অপরাধীর রিট আবেদন – রমজান খান মামলার উপর নির্ভর করে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ রিট আপিলের মাধ্যমে শাস্তির আদেশ বাতিল করে দিয়েছে যে শাস্তির আদেশ দেওয়ার আগে তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি অপরাধীকে সরবরাহ করা হয়নি এবং তাই এটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন – সুপ্রিম কোর্টে আপিল – স্থির করা হয়েছে: ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক নির্ভরযোগ্য রায়, যার মাধ্যমে তদন্ত প্রতিবেদন প্রদান না করাকে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের বিধি লঙ্ঘন বলে গণ্য করা হয়েছিল, যেহেতু সম্ভাব্য কার্যকরতা দেওয়া হয়েছিল, সেই রায়ের তারিখের আগে পরিচালিত তদন্তগুলি (অর্থাৎ ২০.১১.১৯৯০) সেই রায়ে বর্ণিত আইন দ্বারা প্রভাবিত হবে না – বর্তমান মামলায় শাস্তির আদেশ ২০.১১.১৯৯০ এর আগে দেওয়া হয়েছিল, এটি বাতিল করা যেত না তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি সরবরাহ না করার কারণ - প্রত্যাহারের শাস্তি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে।

চাকরি থেকে অপসারণ – যথার্থতা – শাস্তিমূলক তদন্ত – অপরাধীর বিরুদ্ধে ৫টি অভিযোগ – তদন্ত কর্মকর্তা শুধুমাত্র ৪ নম্বর অভিযোগ প্রমাণিত পেয়েছেন, অন্য অভিযোগ (১, ২, ৩ এবং ৫) প্রমাণিত হয়নি – ১ এবং ৫ নম্বর অভিযোগের বিষয়ে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ একমত নন – সুতরাং ১, ৪ এবং ৫ নম্বর অভিযোগের ভিত্তিতে এবং পূর্ববর্তী বিভাগীয় কার্যধারায় বিপরীত শাস্তির ভিত্তিতে, চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তি/দণ্ড আরোপ করা হয়েছে – বিভাগীয় আপিলের আদেশ নিশ্চিত করা হয়েছে – হাইকোর্টের একক বিচারক রিট আবেদন খারিজ করেছেন –

হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ, রিট আপিলের স্থির করা হয়েছে যে অপসারণের শাস্তি বিকৃত হয়েছে কারণ অভিযোগ নং ১ এবং ৫ এর সাথে সম্পর্কিত তদন্ত প্রতিবেদনের সাথে মতবিরোধের কারণগুলি অপরাধীকে সরবরাহ করা হয়নি এবং অপরাধীর নজরে না এনে পূর্ববর্তী শাস্তি প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়েছিল - সুপ্রিম কোর্টে আপিল - রায়: ৪২তম সাংবিধানিক সংশোধনীর পরে প্রস্তাবিত শাস্তি জানানোর কোনও বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা নেই - অতএব, কারণ শো-কজ বিজ্ঞপ্তিতে পূর্ববর্তী শাস্তিগুলি না জানানোর ফলে আরোপিত শাস্তি বিকৃত হবে না - অভিযোগ নং ১ এবং ৫ এর সাথে সম্পর্কিত মতবিরোধের কারণগুলি না জানানোর কারণেও দোষ দেওয়া যাবে না - তবে, বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগে, সুপ্রিম কোর্ট অভিযোগ নং ৪ এ লিপিবদ্ধ তথ্যের পরিপ্রেক্ষিতে চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তি বজায় রাখতে পারে না - কেবল অভিযোগ নং ৪ এর ভিত্তিতে অপসারণের শাস্তি টেকসই ছিল কিনা তা বিবেচনা করার দায়িত্ব শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠানো হয়েছে।

আপিল নিষ্পত্তি করে, আদালত

স্থির করা হয়েছে:

২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং. ৫৬০৫।

১)বিভাগীয় বেঞ্চ এই ভিত্তিতে শাস্তির আদেশ বাতিল করে দেয় যে, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ শাস্তির আদেশ দেওয়ার আগে তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি অপরাধীকে সরবরাহ করা হয়নি, তবে শাস্তির আদেশের সাথে সরবরাহ করা হয়েছিল, তাই প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মূল নীতির সম্পূর্ণ লঙ্ঘন হয়েছে।মহাম্মাদ রমজান খান মামলায় (ডিভিশন বেঞ্চের উপর নির্ভরশীল মামলা) বলা হয়েছে যে, যে কোনও নির্দিষ্ট শাস্তির প্রস্তাব সহ সমস্ত বা যে কোনও অভিযোগের জন্য অপরাধীকে দোষী সাব্যস্ত করে তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত শেষে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে একটি প্রতিবেদন দাখিল করলে, অপরাধী এই ধরনের প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি পাওয়ার অধিকারী এবং প্রতিবেদন দাখিল না করা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের বিধি লঙ্ঘনের সমান হবে এবং চূড়ান্ত আদেশকে এরপরে দায়বদ্ধ করা হবে। তবে, উক্ত রায়টি নিজেই দেওয়া হয়েছে

তবে, উক্ত রায়ের সম্ভাব্য প্রভাব রয়েছে অর্থাৎ, ১৯৯০ সালের ২০ নভেম্বরের রায়ের পূর্বে সমাপ্ত তদন্তগুলি উক্ত রায়ে বর্ণিত আইন দ্বারা প্রভাবিত হবে না। যেহেতু শাস্তির আদেশটি ২০শে নভেম্বর, ১৯৯০-এর আগে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা পাস করা হয়েছিল, তাই কেবল এই কারণে এটিকে আলাদা করা যায়নি যে তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি অপরাধীকে সরবরাহ করা হয়নি। ফলস্বরূপ, ২০০৭ সালের এল. পি. এ নং ২৬১-এ হাইকোর্টের আদেশটি বাতিল করা হয় এবং আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশোধিত হিসাবে সর্বনিম্ন পর্যায়ে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেডের পদে প্রত্যাবর্তনের শাস্তির আদেশটি পুনরুদ্ধার করার আদেশ দেওয়া হয়।[অনুচ্ছেদ ৪,৫ এবং ৭] [১০২১-ই-এইচ; ১০২২-এফ]

ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ই. সি. আই. এল, হায়দ্রাবাদ ও অন্যান্যরা বনাম বি. করুণাকর ও অন্যান্যরা (১৯৯৩) ৪ এস. সি. সি ৭২৭: [১৯৯৩] ২ সম্পূরক . এস. সি. আর ৫৭৬; ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা বনাম মহম্মদ রমজান খান (১৯৯১) ১ এস. সি. সি ৫৮৮: [১৯৯০] ৩ সম্পূরক . এস. সি. আর ২৪৮-স্থির করা প্রয়োগযোগ্য নয়।

২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং. ৫৬০৪।

২.১)পূর্ববর্তী দণ্ডগুলি বিষয় বিষয় হতে পারে না অভিজগপত্রে যেহেতু তদন্ত আধিকারিকের তদন্তের আওতার বাইরে, কারণ এই ধরনের শাস্তি কার্যধারায় চূড়ান্ততা অর্জন করেছে। ভারতের সংবিধানের ৪২ তম সংশোধনী দ্বারা দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। অতএব, এখন একমাত্র প্রয়োজনীয়তা হল প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি পূরণের জন্য অপরাধীকে তদন্ত প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি পাঠানো যা অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রতিকূল উপাদান। প্রস্তাবিত শাস্তি যোগাযোগ করার কোনও বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা নেই যা ৪২ তম সংবিধান সংশোধনীর আগে সংবিধানের প্রকরণ (২) দ্বারা নির্দিষ্টভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।অতএব, এই আদালত কর্তৃক ব্যাখ্যা করা সাংবিধানিক পরিকল্পনায় পূর্ববর্তী দণ্ডগুলি বিবেচনা করার জন্য কোনও বাধা থাকতে পারে না। সুতরাং, কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তিতে পূর্ববর্তী শাস্তির যোগাযোগ না করা আরোপিত শাস্তিকে কলুষিত করবে না।, অনুচ্ছেদ ২৩ এবং ২৪] [১০৩১-ই-এইচ; ১০৩২-এ]

২.২)১ এবং ৫ নম্বর অভিযোগের ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ মতবিরোধের অপ্রকাশিত কারণের ভিত্তিতে দেওয়া শাস্তির আদেশের যে তথ্য ডিভিশন বেঞ্চ লিপিবদ্ধ করেছে, তা ভুল প্রমাণিত হতে পারে না।

হাইকোর্ট শাস্তির আদেশটি এই ভিত্তিতে বাতিল করে দিয়েছে যে এটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের পি লঙ্ঘন করে। যদিও, ৪ নম্বর অভিযোগটি শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হতে পারে তবে কেবল ৪ নম্বর অভিযোগটি চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তি প্রদান করবে এমন প্রয়োজন নেই। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, ৪ নম্বর অভিযোগে নথিভুক্ত ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তির আদেশ বজায় রাখা এই আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে থাকবে না। ৪ নম্বর অভিযোগটি দোষী প্রমাণিত হওয়ার পরে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের শাস্তি প্রদান করা উচিত।[অনুচ্ছেদ ২৮ এবং ২৯] [১০৩৩-এফ-এইচ; ১০৩৪-এ-সি]

২.৩) যেহেতু অপরাধী অবসর গ্রহণের বয়স অতিক্রম করেছে, তাই পুনর্বহাল বা বরখাস্তের কোনও আদেশ হতে পারে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ৪ নভেম্বর, ১৯৯৩ তারিখের শাস্তির আদেশ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশও বাতিল করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠানো হয় যাতে তারা বিবেচনা করতে পারে যে তারা ১ ও ৫ নম্বর অভিযোগের উপর মতবিরোধের কারণ নথিভুক্ত করতে চায় এবং/অথবা ৪ নম্বর অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তি আরোপ করতে চায়, যার সাথে কোনও মতবিরোধ নেই, যা উপযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে। [অনুচ্ছেদ ৩২] [১০৩৫-ডি-ই]

পি.ডি. আগরওয়াল বনাম স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা (২০০৬) ৮ এস. সি. সি. ৭৭৬: [২০০৬] ১ সম্পূরক . এস. সি. আর. ৪৫৪; ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ই. সি. আই. এল, হায়দ্রাবাদ ও অন্যান্যরা বনাম বি. করুণাকর ও অন্যান্যরা (১৯৯৩) ৪ এস. সি. সি. ৭২৭: [১৯৯৩] ২ সম্পূরক . এস. সি. আর. ৫৭৬-অনুসরণ করা হয়েছে।

পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও অন্যান্যরা বনাম কে. কে. ভার্মা (২০১০) ১৩ এস. সি. সি. ৪৪৯৪: [২০১০] ১১ এস. সি. আর ৩১১; ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা বনাম মহম্মদ রমজান খান (১৯৯১) ১ এস. সি. সি ৫৮৮: [১৯৯০] ৩ সম্পূরক । এস. সি. আর ২৪৮; পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও অন্যান্যরা বনাম কুঞ্জ বিহারী মিশ্র (১৯৯৮) ৭ এস. সি. সি ৮৪: [১৯৯৮] ১ সম্পূরক । এস. সি. আর ২২-এর উপর নির্ভরশীল।

উড়িষ্যা রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম বিদ্যাভূষণ মহাপাত্রা এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ৭৭৯: [১৯৬৩] সম্পূরক. এস. সি. আর ৬৪৮; নিকোলাস পিরামল ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম হরিসিংহ (২০১৫) ৮ এস. সি. সি ২৭২ -বিশিষ্ট।

মহীশূর রাজ্য বনাম কে. মানচে গৌড়া এ. আই. আর ১৯৬৪ এস. সি ৫০৬: [১৯৬৪] এস. সি. আর ৫৪০-প্রয়োগযোগ্য নয়।

এ. পি. সরকার ও অন্যান্যরা, বনাম মহম্মদ তাহের আলী (২০০৭) ৮ এস. সি. সি ৬৫৬: [২০০৭] ১০ এস. সি. আর ৯২৯; ভারতীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা বনাম বিশম্বর দাস ডোগরা (২০০৯) ১৩ এস. সি. সি ১০২ -উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[১৯৯৩] ২ সম্পূরক. এস. সি. আর ৫৭৬	প্রয়োগযোগ্য নয় অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৫ অনুচ্ছেদ ১৬
[১৯৯০] ৩. সম্পূরক. এস. সি. আর ২৪৮	প্রয়োগযোগ্য নয় নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৫ অনুচ্ছেদ ১৬
[১৯৯৮] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর ২২	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ১২
[১৯৬৩] সম্পূরক. এস. সি. আর ৬৪৮	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ১৩
[২০০৬] ১ সম্পূরক. এস. সি. আর ৪৫৪	অনুসরণ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৩
[২০০৭] ১০ এস. সি. আর ৯২৯	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৩
(২০০৯) ১৩ এস. সি. সি ১০২	উল্লিখিত	অনুচ্ছেদ ১৩
[১৯৬৪] এস. সি. আর ৫৪০	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ ১৪
(২০১৫) ৮ এস. সি. সি ২৭২	বিশিষ্ট	অনুচ্ছেদ ১৫
[২০১০] ১১ এস. সি. আর ৩১১	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ২২

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৫৬০৪।

২০০৭ সালের ২৫৮ নং এল. পি. এ-তে রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের ১৮.০৪.২০১৭ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে উদ্‌ভূত।

সঙ্গে

২০১৯ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৫৬০৫।

কে. ভি বিশ্বনাথন, প্রবীণ আইনজীবী., সঞ্জয় কাপুর, এ. ও. আর শ্রীমতি মেঘা জারনওয়াল, হর্ষল নারায়ণ, শ্রীমতি শুভ্রা কাপুর, কাউসার হুসেন, আইনজীবীরা আপিলকারীদের জন্য।

সঞ্জীব কুমার চৌধুরী, শ্রীমতি শ্রদ্ধা চৌধুরী, অনিরুদ্ধ পি. মাই, আইনজীবীরা উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন

হেমন্ত গুপ্তা, বিচারপতি ১)অনুমতি মঞ্জুর।

২)বর্তমান দেওয়ানি আপিলগুলি ১৮ই এপ্রিল, ২০১৭ তারিখে রাঁচিতে ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের একটি আদেশ থেকে উদ্ভূত হয়, যার মাধ্যমে আসামী মহম্মদ বদরউদ্দিনের দায়ের করা আন্তঃ আদালতের আপিলগুলি অনুমোদিত হয়েছিল এবং শাস্তির আদেশগুলি বাতিল করা হয়েছিল। উত্তরদাতাকে ফেরত মজুরি সহ সমস্ত ফলস্বরূপ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল।

৩)হাইকোর্ট পৃথক শাস্তি আরোপকারী দুটি পৃথক রিট পিটিশনের ফলে উদ্ভূত দুটি আপিলের বিচার করেছে।

৪)প্রথমত, আমরা ২০১৭ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (দেওয়ানি) নং ২০৭৭০ থেকে উদ্ভূত দেওয়ানি আপিল গ্রহণ করি। উক্ত আপিলটি ২০০৭ সালের লেটারস পেটেন্ট আপিল নং ২৬১-এ হাইকোর্টের একটি আদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় যেখানে আপিল কর্তৃপক্ষ স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (তত্ত্বাবধায়ক কর্মী) পরিষেবা বিধির[১] বিধি ৪৯ (১)-এর পরিপ্রেক্ষিতে বাধ্যতামূলক অবসরের শাস্তি পরিবর্তন করে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেডের পদে সর্বনিম্ন পর্যায়ে পরিবর্তনের জন্য ১২ই অক্টোবর, ১৯৮৮-এর আদেশের মাধ্যমে, এই আদেশটি সি.ডাব্লিউ.জে.সি-এ বিরোধিতার বিষয় হয়ে ওঠে। ১৯৮৯-এর নং ৪৪৪। রিট পিটিশনটি খারিজ করা হয়েছিল কিন্তু চিঠির পেটেন্ট আপিল অনুমোদিত হয়েছিল।ডিভিশন বেঞ্চ শাস্তির আদেশটি এই ভিত্তিতে খারিজ করে দেয় যে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ শাস্তির আদেশ দেওয়ার আগে তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি অপরাধীকে সরবরাহ করা হয়নি, তবে শাস্তির আদেশের সাথে সরবরাহ করা হয়েছিল, তাই প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের মূল নীতির সম্পূর্ণ লঙ্ঘন হয়েছে।

৫)আমরা দেখতে পাই যে, ইসিআইএল-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর, হায়দরাবাদ এবং অন্যান্যরা বনাম বি করুণাকর ও অন্যান্যরা[২] -এ প্রকাশিত সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়টি "যদিও হাইকোর্ট দ্বারা উদ্ধৃত করা হয়েছে, ভুলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ১৯৮৮ সালের ১২ই আগস্ট শাস্তির আদেশ জারি করেছে, অর্থাৎ ভারতীয় ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা বনাম মহম্মদ রমজান খান[৩]-এ এই আদালতের সামনে বলা হয়েছে যে, যে কোনও তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত শেষে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে কোনও নির্দিষ্ট শাস্তির প্রস্তাব সহ সমস্ত বা যে কোনও অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে একটি প্রতিবেদন জমা দিয়েছেন, অপরাধী এই জাতীয় প্রতিবেদনের অনুলিপি পাওয়ার অধিকারী এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করারও অধিকারী হবেন।প্রতিবেদনটি সরবরাহ না করা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়ম লঙ্ঘন বলে গণ্য হবে এবং চূড়ান্ত আদেশ পরবর্তীতে বিরোধিতার সম্মুখীন হবে।

১) 'বিধি'।

২) (১৯৯৩) ৪ এস. সি. সি. ৭২৭।

৩) (১৯৯১) ১ এস. সি. ই. ৩৮৮।

তবে, উক্ত রায়টি নিজেই সম্ভাব্য প্রভাব দিয়েছে অর্থাৎ ২০শে নভেম্বর, ১৯৯০ তারিখের রায়ের আগে সমাপ্ত তদন্তগুলি উক্ত রায়ে বর্ণিত আইন দ্বারা প্রভাবিত হবে না।

৬)মহম্মদ রমজান মামলার রায়টি বি. করুণাকর মামলার সাংবিধানিক বেঞ্চ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল, যেখানে এটি নিম্নরূপ ছিলঃ

৩৪)তবে, এটা বলা যাবে না যে, মহম্মদ রমজান খান মামলা [(১৯৯১) ১ এস. সি. সি. ৫৮৮:১৯৯১ এস. সি. সি. (এল. এবং এস) ৬১২: (১৯৯১) ১৬ এটিসি ৫০৫] সেখানে প্রণীত আইনটিকে কার্যকরী করে তোলে, আদালতে যে মামলাগুলি ছিল সেগুলি নিষ্পত্তি করার সময়, আদালত অসাবধানতার মাধ্যমে সেই মামলাগুলিতে আত্মগোপন করা কর্মচারীদের তাদের আপিলের অনুমতি দিয়ে এবং শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা বাতিল করে স্বস্তি দেয়। মঞ্জুর করা স্বস্তি স্পষ্টতই ইনক্যুরিয়াম ছিল। অতএব, এই স্বস্তি কেবল 'সেই আপিলগুলিতে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের' মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সেখানে যে আইনটি স্পষ্টভাবে কার্যকরী করা হয়েছে, তা উক্ত ত্রুটির কারণে পূর্ববর্তীভাবে প্রয়োগ করা যাবে না।এটি এখন সুপ্রতিষ্ঠিত যে আদালতগুলি তাদের দ্বারা নির্ধারিত আইনটিকে কার্যকর করতে পারে যাতে স্থায়ী অবস্থানগুলির অস্থিরতা রোধ করা যায়, প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা রোধ করা যায় এবং ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য পূরণ করা যায়। এই প্রসঙ্গে, আমরা এই বিষয়ে কিছু সুপরিচিত সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করতে পারি।

৭)যেহেতু ১৯৯০ সালের ২০শে নভেম্বরের আগে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ শাস্তির আদেশ জারি করেছিল, তাই তদন্ত প্রতিবেদনের অনুলিপি অপরাধীকে সরবরাহ না করার কারণে তা বাতিল করা যায়নি। ফলস্বরূপ, ২০০৭ সালের ২৬১ নং এল. পি. এ. এন. ও-তে হাইকোর্টের আদেশটি বাতিল করে দেওয়া হয় এবং আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংশোধিত নিম্নতম পর্যায়ে জুনিয়র ম্যানেজমেন্ট গ্রেডের পদ, প্রত্যাহারের শাস্তির আদেশটি পুনরুদ্ধার করার আদেশ দেওয়া হয়।

৮)উপরোক্ত বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৭ সালের ২০৭৭০ নং বিশেষ অনুমতি আবেদন (দেওয়ানি) থেকে উদ্ভূত দেওয়ানি আপিল অনুমোদিত।

৯)২০১৭ সালের বিশেষ অনুমতি আবেদন (দেওয়ানি) নং ২০৪৮৮ থেকে উদ্ভূত দেওয়ানি আপিলটি ২০০৭ সালের ২৫৮ নং চিঠির পেটেন্ট আপিলের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের একটি আদেশের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা সি.ডাব্লিউ.জে.সি. থেকে উদ্ভূত। ১৯৯৫ সালের ২৩১০ নং উত্তরদাতা মহম্মদ বদরউদ্দিনের দায়ের করা। রিট আবেদনে ১৯৯৩ সালের ৪ নভেম্বরের একটি আদেশকে বিরোধিতা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে উত্তরদাতাকে চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল।

একটি ডিভিশন বেঞ্চ প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘনের ভিত্তিতে অপসারণের আদেশটি বাতিল করে দেয় কারণ অভিযোগের ক্ষেত্রে মতবিরোধের কারণগুলি। এবং ৫ অপরাধীকে জানানো হয়নি।

১০)নিম্নলিখিত পাঁচটি অভিযোগের ক্ষেত্রে ১৯৮৯ সালের ১৩ই জুন উত্তরদাতার (অপরাধী) উপর অভিযোগপত্র জারি করা হয়ঃ

"অভিযোগ-১

১৫)১২.১৯৮৩-এ, তিনি একটি জাল নামে ১১৯৪৫ নম্বর সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলেন, অর্থাৎ শ্রী অজিত কুমার আগরওয়াল এবং আপেক্ষিক অ্যাকাউন্ট খোলার ফর্মে প্রদর্শিত জাল স্বাক্ষরটিও যাচাই করেন। তিনি এইভাবে উক্ত অ্যাকাউন্টটি খোলার ক্ষেত্রে গুরুতর অবহেলা দেখিয়েছিলেন যার মাধ্যমে ২,৫২,০০০-টাকা এর সঙ্গে জড়িত একাধিক জালিয়াতি সংঘটিত হয়েছিল, যার ফলে ব্যাঙ্কের একই পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল। উক্ত অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রতারণামূলক অর্থপ্রদানের তালিকা সংযুক্তি "এ "-তে দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ-২

তিনি বিভিন্ন সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে নিম্নলিখিত অর্থ প্রদান (ক থেকে ট) করেছিলেন যদিও সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টে আপেক্ষিক উপকরণগুলি পোস্ট করা হয়নিঃ-

অধিকন্তু, খ, গ, ঘ, ই এবং চ এর বিপরীতে উল্লিখিত অর্থ প্রদানের সময় ১০৫৮৬ নম্বর অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স ছিল মাত্র ৮৭৫.৪৪ টাকা। উপরে উল্লিখিত সমস্ত অর্থ প্রদান একবার জালিয়াতিপূর্ণ বলে প্রমাণিত হয়েছিল। যদি তিনি দলিলগুলি পাস করার আগে সংশ্লিষ্ট খাতাগুলি উল্লেখ করতেন, তাহলে ১,১২,০০০/- টাকার জালিয়াতি এড়ানো যেত।

অভিযোগ-৩

তিনি উপরে উল্লিখিত অর্থ প্রদানটি নিজের সন্তুষ্টি না করেই পাস করেছিলেন - যে আপেক্ষিক দলিলগুলি প্রতিটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রেই ঠিকঠাক ছিল এবং - এর ফলে ব্যাংকের নির্দেশাবলী বই, খণ্ড-II এর অনুচ্ছেদ ৩(গ), অধ্যায় ২- এ থাকা নির্দেশাবলী লঙ্ঘন করেছিলেন।

অভিযোগ-৪

পরবর্তী তারিখগুলিতে (অভিযোগপত্রের ক থেকে ছ) ক্লিন ক্যাশ বুক পরীক্ষা করার সময়, তিনি লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হন যে সেখানে প্রদর্শিত সেভিংস ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পরিসংখ্যানগুলি সেভিংস ব্যাংক সামারি ডে বুকের সাথে মিলে না।

ক্লিন ক্যাশ বুকের তাঁর নিখুঁত চেকিংয়ের ফলে জালিয়াতি দমন করা হয় যার পরিমাণ ছিল ৭০,০০০/-টাকা।

অভিযোগ-৫

এইভাবে তিনি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (তত্ত্বাবধায়ক কর্মী) পরিষেবা বিধির বিধি ৩২ (৪)-এর বিরুদ্ধে ভক্তি ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, বরং ব্যাঙ্কের প্রচুর আর্থিক ক্ষতিও করেছেন।

১১)তদন্ত আধিকারিক ১৯৯২ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি তাঁর রিপোর্টে বলেন যে, অপরাধীর বিরুদ্ধে ১,২,৩ ও ৫ নম্বর অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি, যদিও ৪ নম্বর অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ১ ও ৫ নম্বর অভিযোগের বিষয়ে প্রাপ্ত ফলাফলের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেছে এবং নিম্নরূপ ধার্য করেছেঃ

(i) আপীলকারী নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সাথে তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন;

(ii) আপিলকারী সঞ্চয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নং ১১৯৪৫ খোলার আগে আমানতকারীর সাথে সাক্ষাৎকার নিতে ব্যর্থ হন এবং তিনি অ্যাকাউন্ট খোলার - সহ - নমুনা স্বাক্ষর ফর্মের বিপরীত দিকে আমানতকারীর বিবরণ পূরণ নিশ্চিত করেননি, যার ফলে শ্রী অজিত কুমার - আগরওয়ালের নামে একটি জাল সঞ্চয় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছিল যার মাধ্যমে ২,৫২,০০০/- টাকা জালিয়াতির একটি সিরিজ সংঘটিত হয়েছিল। উক্ত পদক্ষেপটি গুরুতর অবহেলার ইঙ্গিত দেয় যা ব্যাংকের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি করেছে।

(iii)আপিলকারীকে ক্লিন ক্যাশ বুকের নিখুঁত চেকিংয়ের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল যার ফলে জালিয়াতি দমন করা হয়েছিল ৭০,০০০/-টাকা। শাখা ব্যবস্থাপক হিসাবে, তিনি ক্লিন ক্যাশ বুক-এ উপস্থিত সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের সমস্ত পরিসংখ্যান লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হন যা সেভিংস ব্যাঙ্ক ডে বুকের সারাংশে দেখানো পরিসংখ্যানের সাথে বেশ কয়েকটি তারিখে মেলেনি। তিনি যদি ক্লিন ক্যাশ বুকটি যত্ন সহকারে পরীক্ষা করতেন তবে পার্থক্যটি একই দিনে প্রকাশ্যে আসত।

১২)নথিভুক্ত ফলাফলের ভিত্তিতে এবং এর আগে সর্বনিম্ন পর্যায়ে জুনিয়র ম্যানেজার গ্রেডে প্রত্যাবর্তনের শাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে, অপরাধীকে নিয়মের ৬৭ (ছ) অনুসারে চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। এই ধরনের শাস্তির আদেশের বিরুদ্ধে আপিলটি ১৯৯৫ সালের ৮ই মার্চ খারিজ করা হয়েছিল। রিট পিটিশনটি ২০০৭ সালের ১৫ই জুন লিমেড সিঙ্গেল বেঞ্চ দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল।

কিন্তু একটি আন্তঃআদালত আপিলের ক্ষেত্রে, ডিভিশন বেঞ্চ বিজ্ঞ একক বেঞ্চ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তির আদেশ বাতিল করে দেয়। ডিভিশন বেঞ্চ পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ও অন্যান্যরা বনাম কুঞ্জ বিহারী মিশ্রের উপর নির্ভর করে বলে যে তদন্তের প্রতিবেদনের সাথে মতবিরোধের কারণগুলি অপরাধীকে সরবরাহ করা হয়নি বলে শাস্তির আদেশটি কলুষিত হয়েছে। ব্যাঙ্ক এর আগে আপিলে রয়েছে, ডিভিশন বেঞ্চের জারি করা এই আদেশের বিরুদ্ধে আদালত।

১৩)আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী দাখিল করেছেন যে, অপরাধীকে পাঁচটি অভিযোগে বিভাগীয় তদন্তের মুখোমুখি হতে হয়েছে। অভিযোগ নং ৪-এ লিপিবদ্ধ তথ্যের ক্ষেত্রে কোনও দ্বিমত নেই। অভিযোগ নং ৪-এ লিপিবদ্ধ তথ্যের ক্ষেত্রে কোনও দ্বিমত নেই। অভিযোগ নং ৪-এ একটি গুরুতর এবং স্বাধীন অভিযোগ এবং তাই, শাস্তির আদেশ হস্তক্ষেপের দাবিদার হবে না কারণ কেবল এই অভিযোগের ভিত্তিতে চাকরি থেকে অপসারণের আদেশকে অসদাচরণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলা যাবে না। উড়িষ্যা রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম বিদ্যাভূষণ মহাপাত্র [৫] এবং পি.ডি. অগ্রওয়াল বনাম স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ও অন্যান্যরা [৬] মামলায় সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করা হচ্ছে যে, অভিযোগ বিচ্ছিন্ন করার নীতির পরিপ্রেক্ষিতে, শাস্তির আদেশ ভারতের সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদের অধীনে হাইকোর্টের উপর অর্পিত বিচারিক পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগে হস্তক্ষেপের দাবিদার হবে না। হাইকোর্টের কাছে আরেকটি কারণ যা গুরুত্ব বহন করে তা হল, পূর্ববর্তী শাস্তি 'জুনিয়র ম্যানেজারকে সর্বনিম্ন গ্রেডে ফেরত পাঠানোর' বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল, যদিও অপরাধীকে এই ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করা হয়নি। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, এই আদালতের অন্ধ্রপ্রদেশ সরকার ও অন্যান্যরা বনাম মোহাম্মদ তাহের আলী [৭] এবং ভারত ইউনিয়ন ও অন্যান্যরা বনাম বিশ্বম্বর দাস ডোগরা [৮] মামলার রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে, যেহেতু অপরাধীর বিরুদ্ধে অভিযোগটি ব্যাংকের বিষয়ক বিষয়বস্তু পরিচালনার সময় জালিয়াতি এবং প্রতারণামূলক আচরণের ক্ষেত্রে চরম অবহেলার সাথে সম্পর্কিত, তাই, এই ধরনের অপরাধী যার উপর কেবল জনসাধারণের অর্থই নয় বরং গ্রাহকদের অর্থেরও ভার ন্যস্ত ছিল, তাকে কোনও ছাড় দেওয়া উচিত নয়।

১৪)অন্যদিকে, অপরাধীর পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবী মহীশূর রাজ্য বনাম কে. মাঞ্চে গৌড়া[৯] মামলায় এই আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চের রায়ের উপর নির্ভর করে যুক্তি দেন যে অতীতের শাস্তি

৪) (১৯৯৮) ৭ এস. সি. সি ৮৪

৫) এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ৭৭৯

৬) (২০০৬) ৮ এস. সি. সি ৭৭৬

৭) (২০০৭) ৮ এস. সি. সি ৬৫৬

৮) (২০০৯) ১৩ এস. সি. সি ১০২

৯) এ. আই. আর ১৯৬৪ এস. সি ৫০৬

বিবেচনা করার আগে, অপরাধীকে এই বিষয়ে সচেতন করতে হবে। নির্ভরতা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর:

"৮)আমরা ফর্মটি বন্ধ করার আগে, 'একটি বিষয় স্পষ্ট করা প্রয়োজন। এটি পরামর্শ দেওয়া হয় যে কোনও সরকারী কর্মচারীর অতীত রেকর্ড, যদি শাস্তি আরোপের জন্য তার উপর নির্ভর করা হয়, তবে তদন্তের প্রথম পর্যায়েই নির্দিষ্ট অভিযোগ করা উচিত এবং যদি তা না করা হয়, তবে' তদন্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার পরে এবং শাস্তি আরোপের অধিকারী কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পরে এটির উপর নির্ভর করা যায় না। একজন সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে তদন্ত একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, যদিও সুবিধার জন্য এটি দুটি পর্যায়ে করা হয়।তদন্ত আধিকারিকের জমা দেওয়া প্রতিবেদনটি কেবল সুপারিশমূলক প্রকৃতির এবং চূড়ান্ত কর্তৃপক্ষ যা এটি যাচাই করে এবং শাস্তি আরোপ করে, সেই কর্তৃপক্ষই এটি আরোপ করার ক্ষমতা রাখে, কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ আছে কি না তা নির্ভর করে তদন্তের বিষয়ের প্রকৃতির উপর। তবে এই ক্ষেত্রে তদন্তের প্রথম পর্যায়ে এই ধরনের পূর্ববর্তী রেকর্ডকে অভিযোগের বিষয় করা যেতে পারে কিনা তা নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। তবে, আইনের কোনও কিছুই শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষকে তদন্তের দ্বিতীয় পর্যায়ে সেই বিষয়টিকে বিবেচনায় নিতে বাধা দেয় না, কারণ এটি মূলত অপরাধের পরিবর্তে শাস্তির ক্ষেত্রের সাথে বেশি সম্পর্কিত।কিন্তু যা অপরিহার্য তা হল সরকারি কর্মচারীকে সেই সত্যটি জানার এবং তা পূরণ করার জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হবে।

১৫)বিজ্ঞ আইনজীবী নিকোলাস পিরামল ইন্ডিয়া লিমিটেড বনাম হরিসিংহ [১০] মামলার রায়ের উপরও নির্ভর করে এই যুক্তি সমর্থন করেন যে, অপরাধীকে বিজ্ঞপ্তি না দিয়ে অতীতের নথি বিবেচনা করা যাবে না, তাই পূর্ববর্তী শাস্তি বিবেচনা করে অপসারণের শাস্তি কার্যকর নয়।

১৬)আপিলকারীদের পক্ষে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী বিশ্বনাথনের যুক্তি হল যে কে. মাঞ্চে গৌড়ার মামলায় সাংবিধানিক বেঞ্চের রায় ৪২তম সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে উক্ত বিধান সংশোধনের পূর্বে ৩১১ অনুচ্ছেদের বিধানগুলির সাথে সম্পর্কিত। বি. করুণাকরের মামলায় সাংবিধানিক বেঞ্চ কর্তৃক নিশ্চিত করা মোহাম্মদ রমজান খানের মামলার উপর নির্ভর করা হয় যে সাংবিধানিক সংশোধনীর পরে, প্রস্তাবিত শাস্তির কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করার প্রয়োজন নেই।

১০) (২০১৫) ৮ এস.সি.সি. ২৭২।

অতএব, ৪২তম সাংবিধানিক সংশোধনীর পূর্ববর্তী রায়ের অনুপাত সংশোধন-পরবর্তী কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

১৭)আমরা পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ আইনজীবীগনদেরকে শুনেছি এবং আপীলকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী জনাব বিশ্বনাথন দ্বারা উত্থাপিত যুক্তিতে কিছুটা যোগ্যতা খুঁজে পাই। ৪২ তম সাংবিধানিক সংশোধনী ভারতের সংবিধানের ৩১১ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরনে উপস্থিত নিম্নলিখিত শব্দগুলি মুছে দিয়েছে, যা নিম্নরূপঃ

"এবং যেখানে এই ধরনের তদন্তের পর তার উপর এই ধরনের কোনও জরিমানা আরোপ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যতক্ষণ না তাকে প্রস্তাবিত জরিমানার উপর প্রতিনিধিত্ব করার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ দেওয়া হয়, তবে কেবল এই ধরনের তদন্তের সময় উপস্থাপিত প্রমাণের ভিত্তিতে।"

১৮)এই ধরনের বাদ দেওয়া বিধানগুলি পর্যালোচনায় দেখা যাবে যে প্রস্তাবিত জরিমানার উপর একটি উপস্থাপনা জমা দেওয়ার জন্য একটি সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন ছিল কিন্তু ৪২ তম সাংবিধানিক সংশোধনী দ্বারা এই প্রয়োজনীয়তা বাদ দেওয়া হয়েছিল। মোহাম্মদ রমজান মামলায় এই আদালত সংশোধনীর প্রভাব বিবেচনা করেছে এবং নিম্নরূপ স্থির করেছেঃ

৯)যেখানে তদন্ত কর্মকর্তা শাস্তির প্রস্তাব সহ বা ছাড়াই একটি প্রতিবেদন জমা দেন, সেখানে তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন একটি অতিরিক্ত উপাদান গঠন করে যা বিষয়টি মোকাবেলায় শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা বিবেচনায় নেওয়া হবে। যে ক্ষেত্রে শাস্তির প্রস্তাব দেওয়া হয় সেখানে উপাদানটির মূল্যায়ন করা হয় এবং শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের বিবেচনার জন্য একটি অস্থায়ী উপসংহারে পৌঁছানো হয় এবং সেই পদক্ষেপটি এমন হয় যেখানে অপরাধীর বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট উপাদান আরও স্পষ্ট হয়।

১২)আমরা ইতিমধ্যেই এই অবস্থান লক্ষ্য করেছি যে, ৪২তম সংশোধনী তদন্তের দ্বিতীয় পর্যায়টি মুছে দিয়েছে, যা ৩১১ (১) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তিনটি শাস্তির মধ্যে একটির প্রস্তাব করা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শুরু হবে এবং অপরাধী কর্মকর্তা এর বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করবেন এবং এই ধরনের উপস্থাপনা এবং/অথবা মৌখিক শুনানির ভিত্তিতে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ শাস্তি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়।আমাদের মতে, ৩১১(২) ধারার যুক্তিসঙ্গত সুযোগের ধারণা থেকে এই অংশটি বাদ দেওয়া হলে, অপরাধীকে প্রতিবেদনের অনুলিপি সরবরাহ করার প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে কোনও গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসবে না।

১৫)সংবিধানের ৩১১ (২) অনুচ্ছেদ থেকে দ্বিতীয় সুযোগটি মুছে ফেলার সঙ্গে অপরাধীকে তার প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি সরবরাহ করার কোনও সম্পর্ক নেই। যদিও ৩১১ (২) অনুচ্ছেদে তদন্তের দ্বিতীয় পর্যায়টি সংশোধনীর মাধ্যমে বাতিল করা হয়েছে, তবুও অপরাধী তদন্ত কর্মকর্তার উপসংহারের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী যে অভিযোগ বা কিছু অভিযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অপরাধীকে এই ধরনের অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করে।তদন্ত প্রতিবেদনের প্রভাব দূর করতে বা শাস্তি আরোপের ক্ষেত্রে তদন্ত আধিকারিকের সুপারিশগুলি পূরণ করতে, প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি সরবরাহ করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং অপরাধীর পিছনে কিছু উপাদান ব্যবহার করে কার্যধারা সম্পন্ন করা এমন একটি অবস্থান যা ন্যায্য পদ্ধতির দ্বারা গ্রহণযোগ্য নয়, যদিও আইন দ্বারা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের প্রয়োগ সম্পূর্ণরূপে বাতিল বা সংক্ষিপ্ত করা যেতে পারে, তবে এখানে এমন কিছু করা হয়নি যা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারকে কার্যধারা থেকে দূরে রাখা হিসাবে নেওয়া যেতে পারে এবং এই তদন্তের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়মগুলি প্রয়োগ করে এই আদালতের ধারাবাহিক ঘোষণাগুলি বাইশতম সংশোধনীর দ্বারা প্রভাবিত হয় না।অতএব, আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে প্রস্তাবিত শাস্তির ক্ষেত্রে সুপারিশ সহ তদন্ত প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি সরবরাহ করা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়মের মধ্যে থাকবে এবং অতএব, অপরাধী তার একটি অনুলিপি সরবরাহের অধিকারী হবে, বাইশতম সংশোধনী এই অবস্থানে কোনও পরিবর্তন আনেনি।

১৯)পরবর্তীতে, বি. করুণাকরের সাংবিধানিক বেঞ্চ উক্ত রায় বহাল রেখে বলে যে প্রস্তাবিত শাস্তির বিরুদ্ধে অপরাধী কর্মচারীকে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি জারি করার আর প্রয়োজন নেই। আদালত নিম্নরূপ স্থির করা হয়েছেঃ

১৯)মোহাম্মদ রমজান খান মামলায় [(১৯৯১) ১ এস.সি.সি. ৫৮৮: ১৯৯১ এস.সি.সি. (এল এবং এস) ৬১২: (১৯৯১) ১৬ এ.টি.সি ৫০৫] এই আদালতের তিনজন বিজ্ঞ বিচারকের বেঞ্চের সামনে প্রশ্নটি স্পষ্টভাবে বিবেচনার জন্য উপস্থিত হয়েছিল, অর্থাৎ, যদিও সংবিধানের ৪২তম সংশোধনীর কারণে, প্রস্তাবিত শাস্তির বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর জন্য দোষী কর্মচারীকে বিজ্ঞপ্তি জারি করার এবং সেইজন্য,

শাস্তির বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করার বিজ্ঞপ্তির সাথে তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি প্রদানের প্রয়োজন ছিল না, তবুও শাস্তিমূলক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর্মচারীর অপরাধের বিষয়ে অথবা অন্যথায় উক্ত প্রতিবেদন বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ ফলাফলের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তাকে প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি প্রদান করা কি এখনও প্রয়োজন ছিল।আদালত স্থির করেছে যখনই তদন্ত কর্মকর্তা শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ ব্যতীত অন্য হন এবং তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনে কর্মচারীকে কোনও শাস্তির প্রস্তাব সহ সমস্ত বা যে কোনও অভিযোগের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয় বা না করা হয়, তখন অপরাধী কর্মচারী প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি পাওয়ার অধিকারী যাতে তিনি এর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিনিধিত্ব করতে সক্ষম হন এবং প্রতিবেদন দাখিল না করা প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের বিধি লঙ্ঘনের সমতুল্য।

২৫)যদিও প্রতিবেদনের ফলাফলের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার তদন্তের প্রথম পর্যায়ে উপলব্ধ যুক্তিসঙ্গত সুযোগের অংশ, অর্থাৎ শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনের ফলাফলগুলি বিবেচনায় নেওয়ার আগে, প্রস্তাবিত জরিমানার বিরুদ্ধে কারণ দেখানোর অধিকার দ্বিতীয় পর্যায়ের অন্তর্গত যখন শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনের ফলাফলগুলি বিবেচনা করে এবং কর্মচারীর অপরাধের বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে এবং তার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে জরিমানা দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে। প্রথম অধিকারটি হল নির্দোষ প্রমাণ করার অধিকার।দ্বিতীয় অধিকারটি হ 'ল কোনও জরিমানা বা কম জরিমানার জন্য আবেদন করা যদিও অপরাধ সম্পর্কিত উপসংহারটি গৃহীত হয়। এটি দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রয়োগযোগ্য দ্বিতীয় অধিকার যা বিয়াল্লিশতম সংশোধনী দ্বারা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

২৯)অতএব এটা ধরে নিতে হবে যে যখন তদন্ত কর্মকর্তা 'শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ' নন, তখন অপরাধী কর্মচারীর 'তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি' পাওয়ার অধিকার রয়েছে, যখন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষ কর্মচারীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের ক্ষেত্রে তার দোষী বা নির্দোষতার বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে।

সেই অধিকার কর্মচারীর তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিরুদ্ধে নিজেকে রক্ষা করার অধিকারের একটি অংশ। শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদন অস্বীকার করা কর্মচারীকে তার নির্দোষতা প্রমাণ করার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ অস্বীকার করা এবং প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন।

৩০)(iv) আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছি যে, তদন্ত প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ ফলাফলের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার অভিযোগের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার সুযোগের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং উক্ত অধিকারকে অস্বীকার করার জন্য প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন, এটি কেবলমাত্র উপযুক্ত যে মোহাম্মদ রমজান মামলায় নির্ধারিত আইনটি সরকারী বা বেসরকারী, সরকারী বা বেসরকারী সমস্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে। শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা পরিচালনা করার বিধি রয়েছে কি না এবং তারা প্রতিবেদনের অনুলিপি সরবরাহ করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করে কিনা বা এই বিষয়ে নীরব রয়েছে কিনা তা এই ক্ষেত্রেই হবে।শাস্তির প্রকৃতি যাই হোক না কেন, আরও, যখনই নিয়মে প্রশ্নবিদ্ধ শাস্তি প্রদানের জন্য তদন্ত করার প্রয়োজন হয়, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিষয়ে তার ফলাফল নথি করার আগে অপরাধী কর্মচারীর তদন্ত কর্মকর্তার প্রতিবেদনের সুবিধা থাকা উচিত। অতএব প্রশ্ন (iv) সেই অনুযায়ী উত্তর দেওয়া হয়।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

২০)কে. মানচে গৌড়ার ক্ষেত্রে, তদন্ত আধিকারিক সুপারিশ করেছিলেন যে অপরাধীকে পদমর্যাদার নিচে নামানো যেতে পারে। কিন্তু তদন্ত আধিকারিকের প্রতিবেদনের পরে কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার সময়, শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ চাকরি থেকে বরখাস্তের শাস্তির প্রস্তাব দেয়। শাস্তির আদেশে অপরাধীর উপর আরোপিত পূর্ববর্তী দণ্ডগুলি এই সিদ্ধান্তে আসার জন্য বিবেচনা করা হয়েছিল যে অপরাধী সরকারী চাকরিতে থাকার অযোগ্য এবং তাই তাকে 'চাকরি থেকে বাদ দেওয়ার' আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে, আদালত আদেশ দিয়েছিল-তদন্তের দ্বিতীয় পর্যায়ে অতীতের আচরণ বিবেচনা করা যেতে পারে, যা মূলত অপরাধের পরিবর্তে শাস্তির ক্ষেত্রের সাথে বেশি সম্পর্কিত।অপরাধীকে সেই সত্যটি জানার এবং তার সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।

২১)উপরের সংবিধানের ৩১১ অনুচ্ছেদের (২) প্রকরণ থেকে বাদ দেওয়া শব্দগুলি প্রস্তাবিত শাস্তির ক্ষেত্রে বিজ্ঞপ্তি দেওয়ার প্রয়োজনীয়তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করে। ভারতের সংবিধানের ৩১১ অনুচ্ছেদের সংশোধিত বিধানগুলি মহম্মদ রমজানের ক্ষেত্রে এবং পরে বি করুণাকরের ক্ষেত্রে বিবেচনা করা হয়েছে। নিকোলাস পিরামল ইন্ডিয়া লিমিটেডের এই আদালতের রায়টি শিল্প বিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর অধীনে শ্রম আদালত কর্তৃক গৃহীত একটি রায় থেকে উদ্ভূত হয়েছে। শ্রম আদালতের এখতিয়ার অনেক বিস্তৃত যেখানে উক্ত আইনের ১১-ক ধারার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম আদালত দ্বারা শাস্তি পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

২২)পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্যরা বনাম কে. কে. ভার্মা[১১]-র এই আদালত একই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েছে যে প্রস্তাবিত জরিমানার বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার ৪২ নং সংশোধনী দ্বারা কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

"৩২)সুতরাং, একজনের নির্দোষতা প্রমাণ করার জন্য তদন্ত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত ফলাফলের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার প্রস্তাবিত জরিমানার বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার থেকে আলাদা। প্রস্তাবিত জরিমানার বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করা কেবল দ্বিতীয় অধিকার যা ৪২ তম সংশোধনী দ্বারা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। প্রতিবেদনে প্রাপ্ত ফলাফলের বিরুদ্ধে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার কোনওভাবেই বিঘ্নিত হয় না। প্রকৃতপক্ষে, এর যে কোনও অস্বীকার চূড়ান্ত আদেশকে দুর্বল করে তুলবে।"

২৩)সুতরাং, প্রস্তাবিত শাস্তির দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তির প্রয়োজনীয়তা বাদ দেওয়া হয়েছে। এখন আদেশটি কেবল তদন্ত আধিকারিকের প্রতিবেদনের অপরাধীকে অবহিত করার জন্য। প্রস্তাবিত শাস্তি জানানোর কোনও প্রয়োজন নেই যা ৪২ তম "সংশোধনীর আগে ৩১১ অনুচ্ছেদের (২) ধারা দ্বারা বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

২৪)পূর্ববর্তী দণ্ডগুলি অভিযোগপত্রের বিষয় হতে পারে না কারণ এটি তদন্ত আধিকারিকের দ্বারা পরিচালিত তদন্তের আওতার বাইরে কারণ এই ধরনের শাস্তি কার্যধারায় চূড়ান্ততা অর্জন করেছে। দ্বিতীয় কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তিটির প্রয়োজনীয়তা ৪২ নং সংশোধনী দ্বারা বিশেষভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। অতএব, এখন একমাত্র প্রয়োজনীয়তা হল প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি পূরণের জন্য অপরাধীকে তদন্ত প্রতিবেদনের একটি অনুলিপি পাঠানো যা অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রতিকূল উপাদান। প্রস্তাবিত শাস্তি যোগাযোগ করার কোনও বাধ্যতামূলক প্রয়োজনীয়তা নেই।অতএব, এই আদালত কর্তৃক ব্যাখ্যা করা সাংবিধানিক পরিকল্পনায় পূর্ববর্তী শাস্তিগুলি বিবেচনায় নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা থাকতে পারে না।

১১) (২০১০) ১৩ এস.সি.সি. ৪৯৪।

সুতরাং, কারণ দর্শানোর বিজ্ঞপ্তিতে পূর্ববর্তী শাস্তির যোগাযোগ না করা আরোপিত শাস্তিকে কলুষিত করবে না।

২৫) কুঞ্জ বিহারী মিশ্রের ক্ষেত্রে, এটি স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে যখন তদন্ত প্রতিবেদনটি অপরাধী কর্মকর্তার পক্ষে থাকে কিন্তু শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এই ধরনের সিদ্ধান্তের সাথে ভিন্নমত পোষণ করার প্রস্তাব দেয় তখন সেই কর্তৃপক্ষ অপরাধীকে শুনানির সুযোগ দেবে না, কারণ অন্যথায় তাকে শোনা না গেলে দোষী সাব্যস্ত করা হবে। আদালত নিম্নরূপ স্থির করেছেঃ

১৭)এই পর্যবেক্ষণগুলি স্পষ্টভাবে বিমল কুমার পণ্ডিত মামলার [এ. আই. আর ১৯৬৩ এস. সি ১৬১২: (১৯৬৪) ২ এস. সি. আর ১: (১৯৬৩) আই এল. এল. জে ২৯৫] পর্যবেক্ষণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ যা আগে উদ্ধৃত করা হয়েছিল এবং প্রথম পর্যায়েই প্রযোজ্য হবে। উপরোক্ত অনুচ্ছেদগুলি স্পষ্টভাবে কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয়তা প্রকাশ করে যা শেষ পর্যন্ত অপরাধী কর্মকর্তাকে শুনানি দেওয়ার জন্য একটি প্রতিকূল ফলাফল নথি করা হয়।যদি তদন্তকারী আধিকারিক কোনও প্রতিকূল সিদ্ধান্ত দিতেন, করুণাকর মামলা অনুসারে [(১৯৯৩) ৪ এস. সি. সি. ৭২৭:১৯৯৩ এস. সি. সি. (এল. এবং. এস) ১১৮৪: (১৯৯৩) ২৫ এটিসি ৭০৪] প্রথম পর্যায়ে কর্মচারীকে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ দেওয়ার প্রয়োজন ছিল, এমনকি যখন তদন্ত আধিকারিক তাদের আগে সুযোগ দিয়েছিলেন। এটি যুক্তিসঙ্গতভাবে দাঁড়াবে না যে যখন অপরাধী কর্মকর্তাদের পক্ষে রায় শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ দ্বারা উল্টে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয় তখন কোনও সুযোগ দেওয়া উচিত নয়। শৃঙ্খলাবদ্ধ কর্তৃপক্ষ তার ফলাফল নথি না করা পর্যন্ত তদন্তের প্রথম পর্যায়টি সম্পন্ন হয় না।স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি দাবি করবে যে কর্তৃপক্ষ অপরাধী অফিসারের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রস্তাব দেয় তাকে অবশ্যই তার শুনানি দিতে হবে। যখন তদন্তকারী অফিসার অভিযোগগুলি প্রমাণ করার জন্য ধরে রাখেন, তখন সেই প্রতিবেদনটি অপরাধী অফিসারকে দিতে হবে যিনি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের সামনে আরও একটি প্রতিনিধিত্ব করতে পারেন যা অপরাধী অফিসারের পক্ষে পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারে। যখন, বর্তমান মামলার মতো, তদন্ত প্রতিবেদনটি অপরাধী অফিসারের পক্ষে থাকে তবে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্তের সাথে মতবিরোধের প্রস্তাব দেয়, তখন যে কর্তৃপক্ষ অপরাধী অফিসারের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তাকে অবশ্যই শুনানির সুযোগ দিতে হবে অন্যথায় তাকে নিন্দা করা হবে।বিভাগীয় কার্যধারায় যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের অনুসন্ধান। "

২৬) বিদ্যাভূষণ মহাপাত্রের মামলায় এই আদালতের রায় বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, যেমনটি পূর্বোক্ত মামলায় হাইকোর্ট বলেছে যে,

অভিযোগ ১(ক) এবং ১(ঙ) এর উপর ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তগুলি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নিয়ম পালনে ব্যর্থ হওয়ার কারণে বিকৃত হয়েছে। বর্তমান ক্ষেত্রে, কুঞ্জ বিহারী মিশ্রের মামলায় এই আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে দোষীকে যে মতবিরোধের কারণগুলি জানাতে হবে তা সম্পর্কে অপরাধীকে অবহিত করা হয়নি। যেহেতু মতবিরোধের কারণগুলি জানানো হয়নি, তাই চাকরি থেকে অপসারণের আদেশটি অনুমানের ক্ষেত্রে থাকবে যে কেবল ৪ নং অভিযোগের উপর অপসারণের শাস্তি টেকসই হবে কিনা।উল্লিখিত রায়টি কেবল শাস্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যা অপরাধের সন্ধান পাওয়ার নথি করার পরে দ্বিতীয় পর্যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে, মতবিরোধের কারণগুলি জানানোর পূর্ব-প্রয়োজনীয় শর্তটি মেনে চলা হয়নি, যা অপরাধের সন্ধানের দিকে পরিচালিত করে। অতএব, রায়টি বর্তমান মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

২৭)পি.ডি.আগরওয়ালের মামলায়, অপরাধী একটি আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করেছিলেন যার মাধ্যমে অপরাধীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা বজায় রাখা হয়েছিল।এই আদালত পি.ডি. আগরওয়ালের মামলাটি নিম্নরূপ ছিলঃ

"৫০)অতএব, আমাদের অভিমত হল যে ২ নম্বর অভিযোগটি বিচ্ছিন্নযোগ্য হওয়ায়, এই আদালত এই ভিত্তিতে অগ্রসর হতে পারে যে ২ নম্বর অভিযোগের ক্ষেত্রে আবেদনকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি।

৫৪)উপরোক্ত কারণগুলির জন্য, আমরা মনে করি যে এটি একটি উপযুক্ত মামলা নয় যেখানে এই আদালত সংবিধানের ১৩৬ অনুচ্ছেদের অধীনে তার বিবেচনামূলক এখতিয়ার প্রয়োগ করা উচিত। অতএব, এই আবেদনটি খারিজ করা হয়। তবে, এই মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে, খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

২৮)বর্তমান মামলায়, হাইকোর্ট শাস্তির আদেশটি এই ভিত্তিতে বাতিল করে দিয়েছে যে এটি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি লঙ্ঘন করে। এই আদালত শাস্তির আদেশটি বাতিল করার কোনও কারণ খুঁজে পায়নি, তবে যে ক্ষেত্রে শাস্তির আদেশটি বাতিল করা হয়েছে, প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতিগুলি ওয়ারেন্ট করবে যে বিষয়টি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠানো হবে যাতে কেবল ৪ নং অভিযোগের ভিত্তিতে অপরাধীকে অপসারণ করা যায় কিনা তা বিবেচনা করা যায়।

২৯)উক্ত রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে, ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক লিপিবদ্ধ ফলাফল যে অভিযোগ নং ১ এবং ৫ এর ক্ষেত্রে লিপিবদ্ধ মতবিরোধের অপ্রকাশিত কারণের ভিত্তিতে শাস্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে তা ত্রুটিপূর্ণ হতে পারে না।

অভিযোগ সংখ্যা। এবং ৫-এর ক্ষেত্রে নথিভুক্ত মতবিরোধের অসংলগ্ন কারণগুলিকে দোষারোপ করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে, জনাব বিশ্বনাথনের যুক্তি হল যে ৪ নম্বর অভিযোগটি চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তির ক্রম বজায় রাখার জন্য যথেষ্ট। যদিও, ৪ নম্বর অভিযোগটি শাস্তি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট হতে পারে তবে কেবল ৪ নম্বর অভিযোগটি চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তি প্রদান করবে এমন প্রয়োজন নেই। বিচার বিভাগীয় পর্যালোচনার ক্ষমতা প্রয়োগ করার সময়, ৪ নম্বর অভিযোগের উপর নথিভুক্ত ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে চাকরি থেকে অপসারণের শাস্তির আদেশ বজায় রাখা আমাদের এখতিয়ারের মধ্যে থাকবে না।অপরাধীর বিরুদ্ধে ৪ নং অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ার পরে শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষ যথাযথ বিবেচনা করে শাস্তি প্রদান করবে।

৩০)এটা স্বীকার করা হয় যে অপরাধী অবসর গ্রহণের বয়স অর্জন করেছে। যদিও, দলগুলি অবসর গ্রহণের তারিখে ভিন্নমত পোষণ করে, কিন্তু বাস্তবতা হল যে ৪ নং অভিযোগের ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে যে কোনও মতবিরোধ ছিল না, আমরা দেখতে পাই যে অপরাধীকে ফলস্বরূপ সুবিধা প্রদানকারী হাইকোর্টের আদেশ ন্যায়সঙ্গত নয়। তবে, প্রশ্নটি হতে হবে এই পর্যায়ে উপলব্ধ বিকল্পগুলি কী।

৩১)বি. করুণাকরের মামলায় সাংবিধানিক বেঞ্চ এই প্রশ্নটি পরীক্ষা করে দেখে যে, যদি প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের নীতি প্রয়োগ না করা হয় এবং সেই কারণে শাস্তির আদেশ কলুষিত হয়, তা হলে আদেশ কী হওয়া উচিত। আদালত বলে যে, যদি শাস্তির আদেশ কলুষিত হয়, তাহলে যথাযথ স্বস্তি হল কর্মচারীকে বরখাস্ত করে এবং তাকে প্রতিবেদন দেওয়ার পর্যায় থেকে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়ে পরিচালনকে পুনর্বহাল করার নির্দেশ দেওয়া।কার্যধারা শেষ হওয়ার পরে এবং চূড়ান্ত ফলাফলের উপর নির্ভর করে মজুরি এবং অন্যান্যরা সুবিধার প্রশ্নটি অবশ্যই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ছেড়ে দেওয়া উচিত। আদালত নিম্নরূপ স্থির করেছেঃ

৩১)..... এটি কেবল তখনই যদি আদালত/ট্রাইব্যুনাল খুঁজে পায় যে প্রতিবেদন দাখিল করলে মামলার ফলাফলে কোনও পার্থক্য দেখা দেবে যে তার শাস্তির আদেশটি বাতিল করা উচিত। উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করার পর, আদালত/ট্রাইব্যুনাল শাস্তির আদেশ বাতিল করে দিলে, যথাযথ প্রতিকার হল কর্মচারীকে পুনর্বহালের নির্দেশ দেওয়া, কর্তৃপক্ষ/ব্যবস্থাপনাকে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া,

কর্মচারীকে স্থগিত করা এবং তাকে প্রতিবেদন দাখিলের পর্যায় থেকে তদন্ত চালিয়ে যাওয়া। কর্মচারী তার বরখাস্তের তারিখ থেকে তার পুনর্বহালের তারিখ পর্যন্ত ব্যাক-মজুরি এবং অন্যান্যরা সুবিধার অধিকারী হবে কিনা এই প্রশ্নটি যদি শেষ পর্যন্ত আদেশ দেওয়া হয়, তবে আইন অনুসারে, কার্যধারা শেষ হওয়ার পরে এবং চূড়ান্ত ফলাফলের উপর নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য সর্বদা ছেড়ে দেওয়া উচিত।যদি কর্মচারী নতুন তদন্তে সফল হয় এবং তাকে পুনর্বহাল করার নির্দেশ দেওয়া হয়, তবে কর্তৃপক্ষকে আইন অনুসারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা থাকতে হবে যে বরখাস্তের তারিখ থেকে পুনর্বহালের সময়কাল পর্যন্ত এটি কীভাবে আচরণ করবে এবং কোন সুবিধা, যদি 'যে কোনও এবং সুবিধার পরিমাণ, তার অধিকারী হবে। প্রতিবেদন জমা দিতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য তদন্তটি বাতিল করার ফলে করা পুনর্বহালকে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার পর্যায় থেকে নতুন তদন্ত করার উদ্দেশ্যে পুনর্বহাল হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং এর বেশি নয়, যেখানে এই জাতীয় নতুন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়, সেটিও আইনে সঠিক অবস্থান হবে।

৩২)যেহেতু অপরাধী অবসর গ্রহণের বয়স অতিক্রম করেছে, তাই পুনর্বহাল বা বরখাস্তের কোনও আদেশ হতে পারে না। এর পরিপ্রেক্ষিতে, ৪ নভেম্বর, ১৯৯৩ তারিখের শাস্তির আদেশ এবং আপিল কর্তৃপক্ষের আদেশও বাতিল করে দেওয়া হয় এবং বিষয়টি শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষের কাছে ফেরত পাঠানো হয় যাতে তারা বিবেচনা করতে পারে যে তারা। এবং ৫ নম্বর অভিযোগের উপর মতবিরোধের কারণ নথিভুক্ত করতে চায় কিনা এবং/অথবা ৪ নম্বর অভিযোগের ভিত্তিতে শাস্তি আরোপ করতে চায়, যার সাথে কোনও মতবিরোধ নেই, যা উপযুক্ত বলে মনে করা যেতে পারে।

৩৩)উপরোক্ত বিষয়টির পরিপ্রেক্ষিতে, ২০১৭ সালের ২০৪৮৮ নম্বর বিশেষ অনুমতির আবেদন (দেওয়ানি) থেকে উদ্ভূত দেওয়ানি আপিল অনুমোদিত। যেহেতু, স্বীকারযোগ্য যে অপরাধী অবসর গ্রহণের বয়স অর্জন করেছে, তাই আমরা শৃঙ্খলা কর্তৃপক্ষকে এই রায়ের অনুলিপি প্রাপ্তির তিন মাসের মধ্যে উপযুক্ত আদেশ পাস করার নির্দেশ দিচ্ছি।

৩৪)উক্ত নির্দেশ এবং স্বাধীনতার সাথে আপিলগুলি নিষ্পত্তি হয়ে যায়।

কল্পনা কে. ত্রিপাঠি আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক

এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen